তারিখ 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সংবাদ

অভিযোগ প্রমাণিত

অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেবে না ৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ফেরত দেবে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার ও মতিঝিল আইডিয়াল

ফেরত দিতে অস্বীকার করেছে ভিকারুননিসা সেন্ট জোসেফ মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উদয়ন ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

কারা টাকা নিয়েছে তাদের তালিকা আমাদের কাছে আছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা বর্ধিত বেতন ও ভর্তি ফি এবং এসএসসির ফরম পূরণের অতিরিক্ত অর্থ সাত দিনের মধ্যে ফেরত দিতে শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশ দিলেও মাউশির তদন্তে প্রমাণিত সাত প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি বাড়তি টাকা নেয়ার অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। পাশাপাশি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অষ্টম বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ারও দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা বাড়তি টাকা শিক্ষার্থীদের ফেরত দিয়ে শিক্ষা বোর্ডকে তা অবহিত করতে হবে। সাত দিনের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

এ বিষয়ে রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'ভর্তি ও এসএসসির ফরম পূরণে আমরা কোন বাড়তি টাকা নেইনি। টিউশন ফিও বাড়াইনি। কাজেই অর্থ ফেরত দেয়ার প্রশ্নই আসে না।' মাউশির তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সুফিয়া খাতুন বলেন, 'মাউশির তদন্তের কোন ভিত্তি নেই।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কারা কারা টাকা নিয়েছে তাদের তালিকা আমাদের কাছে আছে। এরপরও আমরা সময় দিচ্ছি। যারা ফেরত দেবে তাদের নাম তালিকায় রাখা হবে না। সাত দিনের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মাউশির তদন্তে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে বাংলা মাধ্যমে ৮৭ শতাংশ এবং ইংলিশ ভার্সনে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন-ফি বৃদ্ধির প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি তিন বা চার মাস পর বিভিন্ন অজুহাতে ছাত্রীদের কাছ থেকে ৭/৮ হাজার টাকা আদায়েরও অভিযোগ করেছেন কয়েকজন অভিভাবক। তারা বলেন, '১ম থেকে দশম সব শ্রেণির ছাত্রীদের বেতন, ভর্তি ফি ও সেশন ফি বাড়ানো হয়েছে।'

সাত কর্মদিবস গতকাল (৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও মর্যাদা আছে। তারা যদি সাত দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দেন তবে বোঝা যাবে তারা আইনের প্রতি অতিরিক্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ক : ১

অতিরিক্ত : অর্থ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রদ্ধাশীল। তবে আর তারা অসম্মানিত হবেন না।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদন্তে রাজধানীর সাতটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন বছরে শিক্ষার্থী ভর্তি, এসএসসি ফরম পূরণে ইচ্ছেমতো ফি আদায় এবং শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

এছাড়া বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও নতুন বছরে ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি আদায় ও বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ উঠে।

বাড়তি অর্থ আদায়ের প্রমাণ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

মাউশির তদন্তে রাজধানীর কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি, বেতনসহ সকল শিক্ষা ব্যয় প্রায় ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেছে। শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন বছরের শুরুতেই এই প্রতিষ্ঠানের সামনে বেশকিছু দিন বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন অভিভাবকরা।

এ বিষয়ে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল হোসেন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাড়তি টাকা ফেরত দিয়ে দেব। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেভাবে আদায় করেছি সেভাবেই ফেরত দিয়ে দেব। তবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, সেভাবে আমাদের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও সরকারকে বিবেচনায় নিতে হবে। তা না হলে ৫০ ভাগ শিক্ষক চাকরি ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাবে।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেতন-ফি বৃদ্ধির পরিমাণ রাজধানীর নামি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে কম বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা অধিদফতরের তদন্তে মতিঝিল আইডিয়ালে ৪ থেকে ১২ শতাংশ শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে।

এ বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার সংবাদকে বলেন, 'আমরা নতুন বছরে ভর্তি ও টিউশন ফি বাড়ায়নি। তবে গত বছরের মাঝামাঝিতে ছাত্রছাত্রীদের বেতন ১০০ টাকা বাড়িয়েছি। আর বোর্ডের নিয়মানুযায়ী এসএসসির ফরম পূরণ ফি নিয়েছি। বাড়তি এক টাকাও নেয়নি।'

এ বিষয়ে সেন্ট জোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার পিউরিফিকেশন সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন হাতে পেলে অবশ্যই বর্ধিত ফি ও বেতন শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হবে। তবে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করলে সেটাও মন্ত্রণালয়কে বিবেচনায় নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত নয়। আর আমাদের শিক্ষার্থীদের বেতনও গত বছর বাড়ানো হয়েছে। এ বছর বেতন ফি বাড়ানো হয়নি।'

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনার বিষয়ে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক সেলিনা বানু সংবাদকে বলেন, 'আমাদেরটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। আমরা এ বছর বেতন বাড়ায়নি। গত বছর বেতন বাড়িয়েছি। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি ফি নিয়েছি আট হাজার টাকা। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিনি। ফেরত দেয়ারও কিছু নেই।'

উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিভেদে ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ বেতন-ফি বাড়ানো হয়েছে বলে মাউশির তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়ার বিষয়ে উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ উম্মে ছালমা খাতুন বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে গভর্নিং বডির সভা আহ্বান করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

এছাড়াও মাউশির তদন্তে বলা হয়েছে, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলে শিক্ষা ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩৭ থেকে ৪৩ শতাংশ শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সাত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অভিযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তথ্যও অধিদফতর সংগ্রহ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন-ফি বাড়িয়েছে।

নতুন বেতন কাঠামোতে সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ার যুক্তি দেখিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের বেতন নতুন বছরের শুরুতে ব্যাপক হারে বাড়ানো হয়। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন অভিভাবকরা। আন্দোলন ক্রমশ নৈরাজ্যে রূপ নেয়ায় কিছু প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রম তদন্ত শুরু করে মাউশি। এক পর্যায়ে গত ১৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্ধিত বেতন ও ফি আদায় না করার নির্দেশ দেয়।

মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, 'সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।'

এছাড়াও আদেশে বলা হয়, 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বেতন ও ফি'র হার নির্ধারণ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হলো।'

এর আগে গত বছর ১ ডিসেম্বর উচ্চ আদালতের এক আদেশে এসএসসির ফরম পূরণে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেশি অর্থ আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ফরম পূরণে বাড়তি ফি আদায়ের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওই রুল জারি করেন।

আদেশে বলা হয়, যেসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বোর্ড নির্ধারিত ফির বাড়তি অর্থ আদায় করা হয়েছে, তারা নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডে এ বিষয়ে লিখিতভাবে জানাবে। এ বিষয়ে বোর্ডগুলোকে অতিবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। কি ব্যবস্থা নেয়া হলো তা জানিয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানদের প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেয় আদালত।

বাড়তি ফি আদায় প্রসঙ্গে উচ্চ আদালতের আদেশের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এ বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ আছে। যদি তারা বাড়তি টাকা ফেরত না দেয় আমরা ব্যবস্থা নেব। কারো ব্যাপারে আর নমনীয়তা দেখানো সম্ভব নয়। কঠোর অবস্থান নিয়েই আমরা এটা মোকাবিলা করব। এটা নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন, অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এ ধরনের বিষয় চলতে দেয়া যাবে না। আমরা সকলের তালিকা চাই, সকলের টাকা ফেরত দিতে চাই।'

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'চাপ প্রয়োগের সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করা হবে। এছাড়া এমপিও বাতিল করতে পারি, স্কুলের অনুমোদন কেটে দিতে পারি।'

ভর্তি নীতিমালায় যা আছে

বেসরকারি স্কুল কলেজে ভর্তি নীতিমালা ২০১৬ অনুযায়ী, সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার গ্রহণ করা যাবে। ঢাকাসহ অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় তিন হাজার টাকার বেশি হবে না। কিন্তু ঢাকার অনেক প্রতিষ্ঠান ৪/৬ হাজার টাকা পর্যন্ত সেশন ফি আদায় করেছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার বেশি অর্থ আদায় করা যাবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিওবহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীর ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশনচার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকার বেশি আদায় কর যাবে না। কিন্তু রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা উপেক্ষা করে ভর্তিতে কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে।